দৈনিক খবর

তারিখ ... 03 FEB 1990
পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম 6

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ডিগ্রী পাস পরীক্ষার ফল প্রকাশ নিয়ে সংশয়

।। মাহবুবুল আলম ।।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২রা ফেব্রুয়ারী।- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত প্রায় ২০০টি কলেজের আনুমানিক ৫৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভাগ্য নিয়ন্তা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ডিগ্রী পাস পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে চরম অবহেলার পরিচয় দিচ্ছে। দীর্ঘ প্রায় ৬ মাস অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ডিগ্রী পাস পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়নি। শিগগিরই ফল প্রকাশ পাবে- সে ক্ষেত্রেও রয়েছে যথেষ্ট সংশয়।

রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের ২৬টি জেলার ছাত্র-ছাত্রীরা ১৯৮৮ সালের

শেষ পৃষ্ঠায় ২য় কলামে

ডিগ্রী পাস পরীক্ষার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিএসসি, বিকম, বিএ পরীক্ষায় ১৯৮৯ সালের জুন মাসে অংশগ্রহণ করেন অথচ এ পরীক্ষা '৮৮-তে হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সেটা হয়েছে '৮৯-এর জুন মাসে। এদিকে দেশের অন্য বিশ্ববিদ্যালয় যেমন ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল যথাসময়ে প্রকাশিত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তার মতে, প্রতিটি বিষয়ের পরীক্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথে পরীক্ষা কেন্দ্র হতে খাতা সংগ্রহ করে সাথে সাথে খাতা বিলি, পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার সময় নির্ধারণ করেই প্রধান পরীক্ষক গ্রুপ করা, ডীনদের দ্বারা টেব্যুলেটর নিয়োগসহ এ সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজ যতদূর সম্ভব কম সময়ের মধ্যে করা হলে সময়মত এমনকি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই ফলাফল প্রকাশ করা যেতে পারে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের খাতা দেখার সচেতনতার ওপরও নির্ভর করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফল প্রকাশ করা। প্রায় একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন দায়িত্বশীল শিক্ষক। এদিকে অভিযোগ রয়েছে, কলেজ শিক্ষকগণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এমনকি অনেক ক্ষেত্রে পূর্বেই খাতা জমা দিয়েছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকই সময়মত খাতা জমা দিতে পারেননি। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, ভিসি প্রতিটি বিষয়ের প্রধান পরীক্ষকের খাতা দ্রুত দেখার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠি দিয়েছেন।

পরীক্ষার ফল বিলম্বে প্রকাশ হওয়ায় অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের পরবর্তী বছরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হয়। কারণ স্বল্প সময়ে পুনরায় পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়া ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এভাবেই অনেকের একটি বছর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৮৯ সালের ডিগ্রী পরীক্ষা অনেক পূর্বেই শেষ হয়েছে। আর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের '৮৯ সালের ডিগ্রী পরীক্ষা '৯০-এর মার্চে শুরু হবে। পরীক্ষার ফল বিলম্বে প্রকাশ হওয়ায় পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে একটি সূত্র উল্লেখ করেছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ডিগ্রী পরীক্ষার শিক্ষাবর্ষ ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষের তুলনায় প্রায় এক বছর পিছিয়ে পড়েছে। পরীক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ছে চাকরির প্রতিযোগিতামূলক বাজারেও। ফলে রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের চাকরির বয়স শেষ হয়ে যাওয়ায় চাকরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে চরম হতাশা ও ক্ষোভ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

এদিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষের ব্যবধান ব্যাপক হওয়ায় অনেক পরীক্ষার্থী উভয় বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে বলে জানা গেছে। এছাড়াও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রী পাস কোর্সের পরীক্ষার্থীরা ইংরেজী বিষয়কে পরিহার করার লক্ষ্যেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে বলে জানা গেছে। অভিজ্ঞমহল সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা একই সময় ও একই সিলেবাসের মাধ্যমে করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার মতে, জানুয়ারী মাসের শেষে ফল প্রকাশ হতে পারে। সে লক্ষ্যে ফল প্রকাশের চেষ্টা চলছে। কিন্তু এ যাবৎ ফল প্রকাশিত হয়নি।

এখানে উল্লেখ্য, '৮৮ সালে অনুষ্ঠিত '৮৭ সালের পরীক্ষার ফলাফল দীর্ঘ ৯ মাস পরে প্রকাশিত হয়েছিলো।